আসমানি ফয়সালা ও আরশ কাঁপানো বিদায়: সা'দ ইবনে মুয়ায (রা.)-এর গল্প ।

খন্দকের ভয়াবহ অবরোধ সবেমাত্র শেষ হয়েছে। মদিনার বুকে স্বস্তির বাতাস বইতে শুরু করেছে। ক্লান্তি দূর করার জন্য জোহরের ওয়াক্তে দয়াল নবীজি হযরত মুহাম্মদ (সা.) গোসল করছিলেন। চারদিকে এক প্রশান্তির নীরবতা।

ঠিক সেই মুহূর্তেই আসমান থেকে নেমে এলেন হযরত জিব্রাইল (আ.)। তাঁর চোখেমুখে যুদ্ধের তেজ। তিনি নবীজি (সা.)-কে বললেন, "*ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি হাতিয়ার রেখে দিয়েছেন? কিন্তু আমরা ফেরেশতারা তো এখনো হাতিয়ার রাখিনি! আমি সবেমাত্র দুশমনের কাছ থেকে ফিরে এসেছি। আপনি আপনার সঙ্গীদের নিয়ে এখনই বনু কুরাইজার দিকে চলুন। আমি আপনাদের সামনে যাচ্ছি, তাদের অন্তরে আমি প্রচণ্ড ভীতি আর দুর্গে কম্পন সৃষ্টি করব।*"

১. আসরের সালাত ও সাহাবীদের অপূর্ব ইখতিলাফ

নবীজির নির্দেশ পেয়ে মদিনায় দ্রুত ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ল- "*যে ব্যক্তি শ্রবণ ও আনুগত্যের ওপর রয়েছে, সে যেন আসরের সালাত বনু কুরাইজায় গিয়ে আদায় করে।*"

হযরত আলী (রা.)-এর হাতে যুদ্ধের পতাকা তুলে দিয়ে মুসলিম বাহিনী রওনা হলো। কিন্তু পথিমধ্যেই আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তখন মুসলিমদের মাঝে দুটি মত তৈরি হলো।

একদল বলল, "*আল্লাহর রাসূল বলেছেন কুরাইজায় গিয়ে নামাজ পড়তে, তাই আমরা সেখানেই পড়ব।*"

আরেক দল বলল, "*নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেছে, আমরা এখানেই পড়ব। নবীজির কথার মূল উদ্দেশ্য ছিল যেন আমরা দ্রুত অগ্রসর হই।*"

পরবর্তীতে নবীজি (সা.) এই দুটি কাজের কাউকেই তিরস্কার করেননি। এটি ছিল শ্রেষ্ঠ মানুষদের মাঝে মতপার্থক্যের এক অপূর্ব সৌন্দর্য, যেখানে উভয়েই সঠিক পথের সন্ধানে ছিলেন এবং একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

২. অবরুদ্ধ দুর্গ ও জালিমের পতন

মুসলিম বাহিনী বনু কুরাইজার দুর্গটি কঠোরভাবে অবরোধ করল। ইহুদিরা ভেতরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। অবরোধের তীব্রতায় তারা দিশেহারা হয়ে গেল। তখন বীর মুজাহিদ হযরত আলী (রা.) বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, *"আল্লাহর কসম! হয়তো হামজার মতো আমরা শহীদ হবো, নয়তো এই দুর্গ জয় করেই ছাড়ব!"*

অবশেষে বনু কুরাইজা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। নবীজির নির্দেশে তাদের পুরুষদের বন্দি করা হলো এবং নারী-শিশুদের আলাদা রাখা হলো।

৩. মিতালী বনাম ন্যায়বিচার

বনু কুরাইজার ইহুদিরা ছিল আউস গোত্রের পুরোনো মিত্র। আউস গোত্রের লোকেরা নবীজির কাছে গিয়ে তাদের মিত্রদের প্রতি দয়া ও ইহসান করার জন্য সুপারিশ করতে লাগল। নবীজি (সা.) তাদের বললেন, *"তোমাদের মধ্য থেকে সা'দ বিন মুয়ায যদি তাদের ব্যাপারে ফয়সালা করে, তবে কি তোমরা সন্তুষ্ট থাকবে?"* তারা সানন্দে রাজি হয়ে গেল।

হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায (রা.) খন্দক যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। তাঁর হাতের প্রধান রগ কেটে যাওয়ায় তিনি মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। খবর পেয়ে তিনি চরম অসুস্থ অবস্থাতেই ছুটে এলেন।

পথে আউস গোত্রের লোকেরা তাঁকে ঘিরে ধরে বলতে লাগল, *"সা'দ! তোমার মিত্রদের প্রতি ইহসান করো। নবীজি তোমার হাতে ফয়সালার ভার দিয়েছেন।"* কিন্তু সা'দ (রা.) একদম নিশ্চুপ রইলেন। তাঁর অন্তর তখন কোনো মায়ার বাঁধনে নয়, বরং হকের আলোয় আলোকিত ছিল।

৪. সাত আসমানের ওপরের ফয়সালা

নবীজি (সা.)-এর সামনে এসে সা'দ (রা.) অত্যন্ত বিনীত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, *"আমার ফয়সালা কি তাদের ওপর কার্যকর হবে?"*

নবীজি বললেন, *"হ্যাঁ।"* তখন সা'দ (রা.) সেই ঐতিহাসিক ফয়সালাটি শোনালেন: *"তাদের ব্যাপারে আমার ফয়সালা হলো— তাদের যুদ্ধবাজ পুরুষদের হত্যা করা হবে,*

নারী ও শিশুদের বন্দি করা হবে এবং তাদের ধন-সম্পদ মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে।"

সা'দের এই ফয়সালা শুনে নবীজি (সা.) প্রশান্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, *"তুমি তাদের ব্যাপারে ঠিক সেই ফয়সালাই করেছ, যা সাত আসমানের ওপর থেকে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ফয়সালা করে রেখেছেন!"*

সা'দ (রা.) জানতেন, বনু কুরাইজা কেবল বিশ্বাসঘাতকতাই করেনি, বরং তারা মদিনার বুকে মুসলিমদের ধ্বংস করার জন্য ২০০০ বর্শা, ৩০০ লৌহবর্ম এবং ৫০০ ঢাল প্রস্তুত করে রেখেছিল! তাই তাঁর এই বিচার ছিল সম্পূর্ণ নিখুঁত, ইনসাফভিত্তিক এবং মজলুমের অধিকার আদায়ের চূড়ান্ত রায়।

৫. আরশ কাঁপানো বিদায়

এই ঘটনার কিছুদিন পরই হকের এই অকুতোভয় সৈনিক, হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায (রা.) ইন্তেকাল করেন।

যখন তাঁর জানাজার খাট বহন করা হচ্ছিল, তখন মদিনার মুনাফিকরা কটূক্তি করে বলছিল, *"তার জানাজা এত হালকা কেন!"* তখন দয়াল নবীজি (সা.) এক অভাবনীয় সত্য উন্মোচন করে বললেন, *"তোমরা জানো না, ফেরেশতারাও আজ তাঁর জানাজা বহন করছে!"*

আর এই মহান সাহাবীর অকৃত্রিম ঈমান ও ন্যায়বিচারের কারণে তাঁর মৃত্যুতে সেদিন স্বয়ং মহান আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল!

গল্পের অমূল্য শিক্ষা:

ইনসাফ বা ন্যায়বিচার মানে কখনোই জালিমকে অন্ধের মতো ক্ষমা করে দেওয়া বা মায়ামমতা দেখানো নয়। জালিমকে তার কৃতকর্মের সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমেই সমাজে প্রকৃত ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয়। সা'দ (রা.)-এর এই জীবনগাঁথা আমাদের শেখায় যে-সত্যের প্রশ্নে আপসহীন থাকা এবং জালিমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই হলো ইনসাফ প্রতিষ্ঠার প্রথম ও প্রধান শর্ত।

https://www.facebook.com/share/p/1GGx1judQ2/